The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 107-125, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের চিত্রশিল্প ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর প্রভাব : একটি পর্যবেক্ষণ

শারমিন জামান*
রুবাইয়াত ইবনে নবী**

[**সার-সংক্ষেপ :** কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। এর প্রত্যক্ষ আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন বহু গুণী জন, কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাবও নিতান্ত কম নয়। একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় এরকম মহামারীর সম্মুখীন খুব বেশিবার হয় না; তাই একে মোকাবেলা করার পদ্ধতিও জানা নেই, এর ক্ষতির পরিমান অপরিসীম এবং তা কাটিয়ে উঠার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও নেই। তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যতে করোনা মহামারী বা এরকম আরও কোন দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ যদি আসে তবে তা মোকাবেলা করা এবং কী ভাবে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়, সে চেষ্টা করা কর্তব্য। চিত্রকলা সর্বদা তার পারিপার্শ্ব দ্বারা প্রভাবিত। সেজন্যই যুগে যুগে, কালে কালে আমরা চিত্রকলাকে তার সমসাময়িক সময়ের দলিল হিসেবে দেখতে পাই; ইতিহাসের প্রমাণ এই চিত্রকলা। এই কোভিড মহামারীতে বাংলাদেশের চিত্রকরেরা কেমন আছেন, চিত্রশিল্পে তার কেমন ধরনের প্রভাব পড়েছে, চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রই বা কেমন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি না; চিত্র-প্রদর্শনী গুলোতে কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কী না; হলে তা কেমন ধরনের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতে যদি আরও এ ধরনের কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে তবে তা মোকাবেলা করার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তা খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরী। সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের সাথে কথা বলে, এ সময় আঁকা চিত্রকলা এবং আয়োজিত প্রদর্শনীগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট চিত্র লাভ করা সম্ভব বলে গবেষক মনে করে।]

১. ভূমিকা

কোভিড-১৯ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিগত দু'বছরের বেশি সময় ধরে দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে যে সংকটময় মুহূর্ত পার করেছে তার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিপর্যায়ে প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। লকডাউন আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কখনো গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছে, কখনো আবার পিছিয়েছে, আবার কখনো মুখ থুবরে পরেছে। ব্যক্তিপর্যায়েও এই ভয়াবহতা কম

* **শারমিন জামান :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

** **রুবাইয়াত ইবনে নবী :** শিক্ষার্থী ও গবেষক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নয়। WHO এর তথ্যমতে, সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫২,৪৩, ৩৯, ৭৬৮ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় ৬২,৮১,২৬০ জন। আর বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১৯,৫৩,২৯৮ জন এবং করোনায় মৃতের সংখ্যা ২৯,১৩০ জন (WHO, ২০২২)।

মানুষের জীবন-যাত্রা ও অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ কর্তৃক সৃষ্ট চাপ সহজেই অবলোকন করা যায় কিন্তু কিছু বিষয় আছে যার উপর সৃষ্ট প্রভাব সাদা চোখে পুরোপুরি বোঝা নাও যেতে পারে; তাদের বোঝার জন্য দরকার গবেষণার। চিত্রশিল্প তাদের মধ্যে একটি। চিত্রকলা নিত্য চলমান, নিত্য বহমান একটি প্রক্রিয়া। অতীতে যখনই বাধা এসেছে শিল্প নানা উপায়ে তাকে অতিক্রম করেছে কিন্তু থেমে কখনও যায়নি। এবারের মহামারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে করোনার ঠিক কি ধরনের প্রভাব তা জানার ও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা শিল্পী সমাজের কিছু অংশ, বিশেষ করে ঢাকায় বসবাসরত এবং ঢাকায় অবস্থিত গ্যালারি সমূহের কোভিড-১৯ এর সময়কার বাস্তব অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেছি।

করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ কোভিড-১৯ এর জন্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড-১৯ কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলো এখনও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। কোভিড সৃষ্ট এই দূর্যোগ থেকে মুক্ত নয় বাংলাদেশও। এই সংকটময় অবস্থান, পারিপার্শ্বিক লোকসান এবং তা থেকে পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানারকম অনুসন্ধান এবং গবেষণা করছেন। আর সেই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে কোভিড-১৯ কতটুকু প্রভাব ফেলতে পেরেছে, শিল্পীগোষ্ঠী ও গ্যালারি কতটুকু প্রভাবিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে কোভিড-১৯ কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না; এসব কিছুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা সকলের সামনে তুলে ধরাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। মূলত করোনাকালীন সময়ে তথা ২০২০ এর মার্চ থেকে ২০২২ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল স্তরের শিল্পীদের যাপনব্যবস্থা, গ্যালারিসমূহের সার্বিক কার্যক্রম বিবিধ বিষয়কে গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র সমস্যা কিংবা সমস্যার সমাধান নয়, বরং মাঠপর্যায়ে গিয়ে সকলের সাথে কথোপকথন এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের বাস্তবিক অবস্থা তুলে ধরতে এই গবেষণা করা হয়েছে।

এই গবেষণা মূলত চিত্রশিল্পের বিভিন্ন শাখা কিভাবে কোভিড-১৯ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। চিত্রশিল্পের নির্দিষ্ট কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সমগ্র গবেষণায়। প্রথমত আলোকপাত করা হয়েছে কোভিড-১৯ সময়কালীন শিল্পীদের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, তারা কি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কি না; এই সংকটময় অবস্থানে থেকে তারা শিল্পচর্চা করতে পেরেছিলেন কি না; লকডাউনে তারা প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত ছিলেন কি না; অনলাইন আয়োজন নিয়ে তাদের মতামত ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি আলোচনা করা হয়েছে তা হলো চিত্রশিল্পের বাণিজ্যিক অবস্থা। কোভিডে আর্ট-মার্কেটে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে, আদৌ কোভিড আর্ট-মার্কেটে প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি না! বর্তমানে শিল্পীরা কি ভাবছেন আর্ট-মার্কেট নিয়ে, তা যুক্ত করা হয়েছে এই গবেষণায়। এরপর আলোচনা করা হয়েছে কোভিডকালীন সময়ে বাংলাদেশের কিছু স্বনামধন্য গ্যালারি সমূহের অবস্থা। এই কোভিড-১৯ এ তারা তাদের কার্যক্রম কিভাবে চালিয়েছেন, তারা ভার্চুয়াল প্রদর্শনীগুলোয় আয়োজন করেছেন কি না; যদি আয়োজন না করে থাকে তাহলে এর কারণ কি; কতটুকু সফল হয়েছে এইসব অনলাইন প্রদর্শনী; অনলাইন প্রদর্শনীর যাবতীয় সুবিধা এবং অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ক লেখাও স্থান পেয়েছে এই গবেষণায়। এই গবেষণা পরিচালনা কালে সকলের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বপ্রণোদিত। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অধিকাংশই কোভিড কালীন সময়ে করোনামুক্ত ছিলেন এবং তাদের শিল্পচর্চায় কোভিড-১৯ কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি;

বরং শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। তবে অধিকাংশ গ্যালারিগুলো বন্ধ থাকায় শিল্পকর্মের ক্রয়-বিক্রয় তুলনামূলক অনেক কমে গেছে।

২. তথ্য সংগ্রহ

মূলত উক্ত গবেষণাটি করা হয়েছে মাঠ পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ পরিসংখ্যানমূলক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। তথ্য সংগ্রহের পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রথমে দু'টি অংশে ভাগ করা হয়। প্রথমত, ঢাকা শহরে অবস্থিত সক্রিয় দশটি গ্যালারিসমূহ থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরে বিভিন্ন বয়সী এবং বিভিন্ন পেশার ২০ জন শিল্পীদের থেকে বাকি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যে সকল গ্যালারিসমূহ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা হলো জাতীয় চিত্রশালা-বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জয়নুল গ্যালারি, গ্যালারি চিত্রক, গ্যালারি কায়া, সাজু আর্ট গ্যালারি, কলাকেন্দ্র, শিল্পাঙ্গন, ইএমকে সেন্টার, লা গ্যালারিয়া আলিয়ঁস ফ্রসেজ এবং অবিন্তা গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস। করোনাকালীন সময়ে এসব গ্যালারি কিভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে তা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ২০জন শিল্পীগণ স্বেচ্ছায় উক্ত গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন যাদের বয়সসীমা হচ্ছে ২৫ থেকে ৬১ বছর। এসব শিল্পীগণকে মূলত তিন ধরনের ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যথা- (ক) ছবি আঁকেন এবং এখনো পড়াশুনা করছেন, (খ) শুধুমাত্র ছবি আঁকার সাথে জড়িত অর্থাৎ স্বাধীন শিল্পী এবং (গ) ছবি আঁকার পাশাপাশি কোন না কোন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত। শিল্পীদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি গুগলফর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এসব গ্যালারি এবং শিল্পীগণের বেশিরভাগ ঢাকায় অবস্থান করছেন, তবে প্রযুক্তির সহযোগিতায় ঢাকার বাইরের কিছু শিল্পীকেও এই গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণাটিতে মূলত সরাসরি ব্যক্তিপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করে। মূলত যে কয়েকটি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা হলো-

- **সাক্ষাৎকার:** এই গবেষণার বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। সশরীরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন গ্যালারির পরিচালক কিংবা শিল্পীর যাবতীয় কথোপকথন কখনো রেকর্ডিং করে আবার কখনো লিখিত আকারে সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের যাবতীয় তথ্য তথ্যসূত্রে প্রদান করা হয়েছে।
- **গুগলফর্ম:** সাক্ষাৎকারের পরে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে গুগলফর্ম। সকল প্রশ্নসমূহ পূর্বেই গুগলফর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রশ্নের সাথে কিছু অপশন যোগ করা হয়েছিল। এছাড়া কিছু কিছু প্রশ্নে শিল্পীদের মতামত বা অভিজ্ঞতা লিখতে হতো। ফোনালাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে শিল্পীদের কাছে গুগলফর্মের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তাদের পূরণকৃত ফর্ম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা পরে লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো। এই উপায়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের এই গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- **ফোনালাপ:** কখনো কখনো শিল্পী কিংবা গ্যালারির পরিচালকের ব্যস্ততার কারণে যদি সশরীরে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভবপর না হতো, তখন ফোনালাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হতো।
- **ওয়েবসাইট:** কিছু কিছু গ্যালারি তাদের ওয়েবসাইট এবং অফিশিয়াল পেইজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বলেছেন।

সর্বোপরি পুরো গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য যাবতীয় প্রশ্নসমূহের দু'টি প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। প্রথমটি ছিল শিল্পীদের জন্য আর অপরটি ছিল গ্যালারি সমূহের পরিচালক, কিউরেটর কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো ছিল শিল্পীদের জন্য–

করোনাকালীন সময়ে শিল্পীদের অবস্থান এবং অনলাইন প্রদর্শনী

A research-based project by Sharmin Zaman, Associate Professor ,Department of Fine Art, Jahangirnagar University.

শিল্পীর নাম

Short answer text

বয়স

Short answer text

পেশা

Short answer text

প্রশ্নসমূহ

Description (optional)

আমরা জানি যে, বিগত দু'বছর অর্থাৎ ২০২০ এবং ২০২১ সালে করোনাকালীন সময়ে আমরা বেশ সংকটময় এমুহূর্ত পার করেছি। দীর্ঘ এই লকডাউন আপনার শিল্পকর্ম চর্চা কেমন কেটেছে?

- ◯ পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক
- ◯ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে
- ◯ শিল্পকর্ম চর্চা ব্যাহত হয়েছে

২০২০ সালের মার্চ থেকে আনুমানিক কতটা সময় আপনি একেবারেই ঘর বন্দী থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন?

Short answer text

আপনি কি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ
- না

এসময়ে আপনার ছবি আঁকার সংখ্যা কেমন ছিল? আগের তুলনায় কমেছে নাকি বেড়েছে?

- বেড়ে গেছে
- কমে গেছে

এই বন্দিদশায় যখন সব গ্যালারি বন্ধ ছিল, তখন অনেক গ্যালারি অনলাইনে প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

- ভালো এবং আশাজনক
- গুরুত্বহীন

আপনি কি কোনো অনলাইন প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত ছিলেন একজন শিল্পী কিংবা আয়োজক কিংবা অতিথি হিসেবে?

- হ্যাঁ
- না

আনুমানিকভাবে কতটি অনলাইন প্রদর্শনীর সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন?

Short answer text

আপনার মতে, শিল্পীদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল এই অনলাইন এক্সিবিশনগুলোতে? কোন ধরনের শিল্পীগণ বেশি আগ্রহ বোধ করেছিলেন-

- নবীন শিল্পীরা
- প্রতিষ্ঠিত শিল্পীগণ
- উভয়েই

আপনার মতে অনলাইনে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে শিল্পী এবং দর্শক উভয়ের কাছে?

- ◯ বেশ ভালো
- ◯ ভালো
- ◯ অতটা সাড়া পায়নি

করোনাকালীন সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ২০১৯ সালের প্রদর্শনীগুলোয় অংশগ্রহণের সংখ্যার তুলনায় অনলাইন প্রদর্শনীতে আপনার অংশগ্রহণ কমেছে নাকি বেড়েছে?

- ◯ কমে গেছে
- ◯ বেড়ে গেছে

আপনারা কি আগেও অনলাইনে প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত ছিলেন নাকি করোনার জন্য কিছুটা বাধ্য হতে হয়েছে?

- ◯ আগে থেকে অনলাইনে প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত
- ◯ করোনার জন্য কিছুটা বাধ্য হওয়া

অনলাইনে প্রদর্শনীতে আপনার শিল্পকর্ম বিক্রয় কি তুলনামূলক বেড়েছে নাকি কমেছে?

- ◯ বেড়ে গেছে
- ◯ অনেক বেড়ে গেছে
- ◯ কমেছে
- ◯ অনেক কমে গেছে

সামনে যদি আবার এমন কোনো সংকটময় অবস্থা তৈরি হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে? গ্যালারি সমূহ কি আবার অনলাইন প্রদর্শনীর দিকে ঝুঁকবে নাকি নতুন কোনো পদক্ষেপ নিবে? আপনার মতামত কি

Short answer text

বর্তমানে অর্থাৎ ২০২২ সালে বসে আপনার অনুভূতি বা মতামত কি অনলাইনে প্রদর্শনী নিয়ে? এর সুবিধা বা অসুবিধা কি আপনার কাছে?

- ◯ অনলাইনে প্রদর্শনীর সুবিধা অফলাইন প্রদর্শনী থেকে তুলনামূলক বেশি
- ◯ অনলাইনে প্রদর্শনীর সুবিধা অফলাইন প্রদর্শনী থেকে তুলনামূলক কম

আগামীতে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও কি আপনি অনলাইন প্রদর্শনীগুলতে অংশগ্রহণ করবেন ?

◯ হ্যাঁ

◯ না

সামনে যদি আবার এমন কোনো সংকটময় অবস্থা তৈরি হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে? গ্যালারি সমূহ কি আবার অনলাইন প্রদর্শনীর দিকে ঝুঁকবে নাকি নতুন কোনো পদক্ষেপ নিবে? আপনার মতামত কি

Short answer text

এছাড়া **গ্যালারি** সমূহ থেকে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-

গ্যালারির নাম-

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম-

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পদবী-

প্রশ্নসমূহ

- আমরা জানি যে, ২০২০ সালের শুরু থেকেই করোনার প্রকোপ সারা বিশ্বে দেখা যায়। এসময় মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশেও লকডাউন ঘোষণা করা হয়। এই লকডাউনে গ্যালারির অবস্থা কেমন ছিল?
- করোনাকালীন সময়ে এই সংকটময় অবস্থানে থেকে গ্যালারির আয়োজন কেমন ছিল?
- ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আনুমানিকভাবে ঠিক কতটা সময় গ্যালারি তার কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল?
- এই বন্ধ সময়ে গ্যালারি কি অনলাইনে প্রদর্শনীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল?
- যদি করে থাকে তাহলে এর সংখ্যা কেমন ছিল?
- কেমন সাড়া পেয়েছে এই অনলাইন প্রদর্শনী থেকে?
- শিল্পীদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল এই অনলাইন এক্সিবিশনগুলোতে? কোন ধরনের শিল্পীগণ বেশি আগ্রহ বোধ করেছিলেন, নবীন শিল্পীরা নাকি প্রতিষ্ঠিত শিল্পীগণ?
- আপনারা কি আগেও অনলাইনে প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত ছিলেন নাকি করোনার জন্য কিছুটা বাধ্য হতে হয়েছে?
- গ্যালারির আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় শিল্পকর্মের বিক্রয়। এটি কি করোনায় আগের মতন ছিল নাকি পরিবর্তিত হয়েছে?
- বর্তমানে অর্থাৎ ২০২২এ বসে আপনার অনুভূতি বা মত্যমত কি অনলাইনে প্রদর্শনী নিয়ে? এর সুবিধা বা অসুবিধা কি আপনার কাছে?
- আগামীতে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও কি আপনারা অনলাইনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা চালু রাখবেন?

৩. তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

সংগৃহীত সকল তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং এসকল তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত চিত্রলেখ পাওয়া যায়।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বয়স এবং পেশা

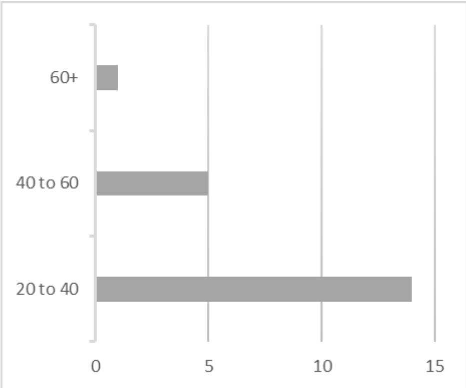

চিত্র-১: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বয়সের বার চিত্র

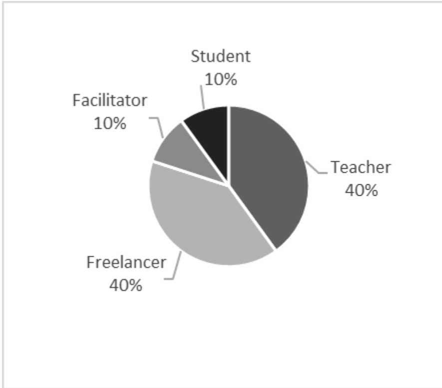

চিত্র-২: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পেশার পাই চিত্র

উপরের চিত্রলেখ-১ অনুযায়ী,
- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের একজন ষাটোর্ধ্ব,
- ৫ জন ৪০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে,
- বাকি ১৪ জনের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

এছাড়া চিত্রলেখ-২ অনুযায়ী,
- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ৪০% ছবি আঁকার পাশাপাশি শিক্ষকতার সাথে জড়িত,
- ৪০% শুধুমাত্র ছবি আঁকার সাথে জড়িত,
- ১০% অন্যান্য চাকরির সঙ্গে জড়িত,
- বাকি ১০% লেখাপড়া করছেন।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের হার

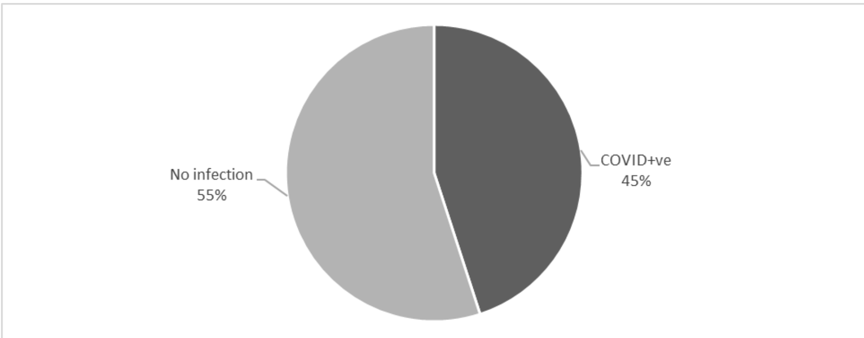

চিত্র-৩: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের হারের পাই চিত্র

সংগৃহীত তথ্য মতে, অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ৪৫% করোনায় আক্রান্ত হন এবং আক্রান্ত হননি ৫৫%।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের শিল্পচর্চা

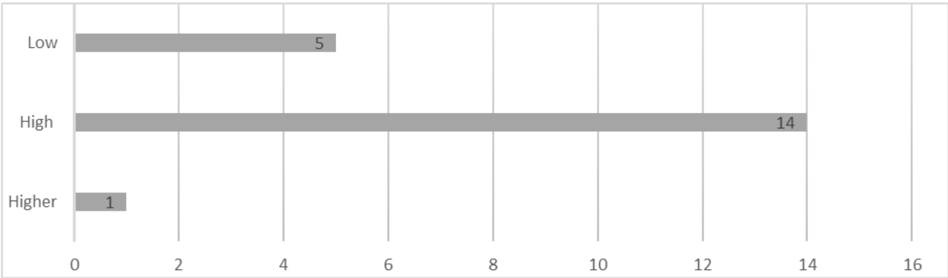

চিত্র-৪: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের শিল্পচর্চার বার চিত্র

উপরোক্ত চিত্রলেখ অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ১৪ জনের শিল্পচর্চা বেড়েছে,
- ৫ জনের শিল্পচর্চা ব্যাহত হয়েছে,
- ১ জনের শিল্পচর্চা অত্যাধিক বেড়েছে।

এক্ষেত্রে কোভিড কালীন সময়ে শিল্পীদের শিল্প চর্চা বেড়েছে তা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়। লকডাউনে শিল্পীদের গৃহবন্দী অবস্থা

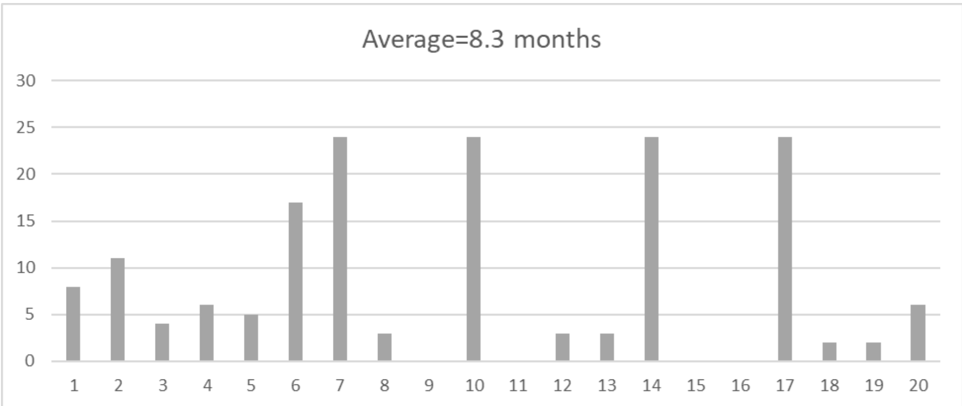

চিত্র-৫: লকডাউনে শিল্পীদের গৃহবন্দী অবস্থার বার চিত্র

লেখচিত্র মতে, অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা লকডাউনে বিভিন্ন সময় ঘরে বন্দী ছিলেন যা গড়ে ৮.৩ মাসের মতন দাঁড়ায়।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ছবি আঁকার সংখ্যা

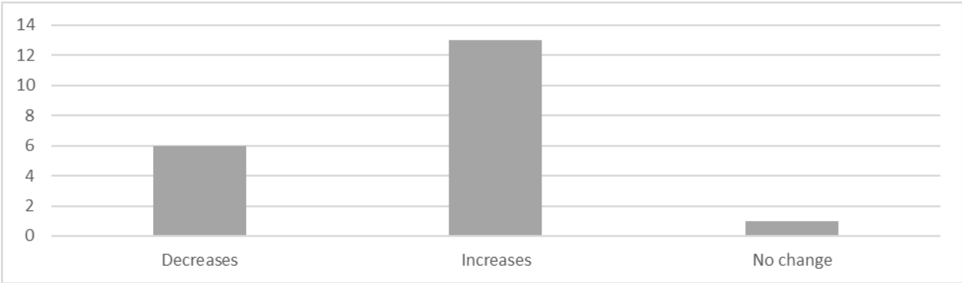

চিত্র-৬: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ছবি আঁকার সংখ্যার বার চিত্র

উপরোক্ত চিত্রলেখ অনুযায়ী,
- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ১৩ জনের ছবি আঁকার সংখ্যা বেড়েছে,
- ৬ জনের ছবি আঁকার সংখ্যা কমেছে,
- ১ জনের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ

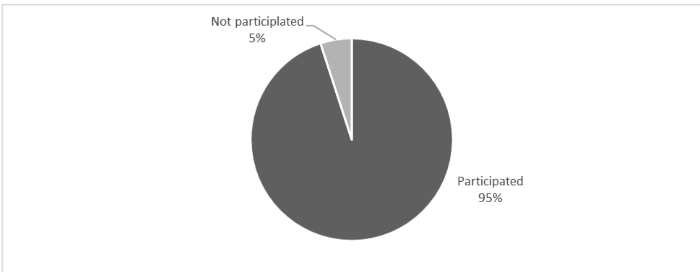

চিত্র-৭: অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পাই চিত্র

উপরোক্ত চিত্রলেখ অনুযায়ী, অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন ৯৫% শিল্পীরা আর ৫% আগ্রহবোধ করেননি।

অংশগ্রহণকৃত অনলাইন প্রদর্শনীর সংখ্যা

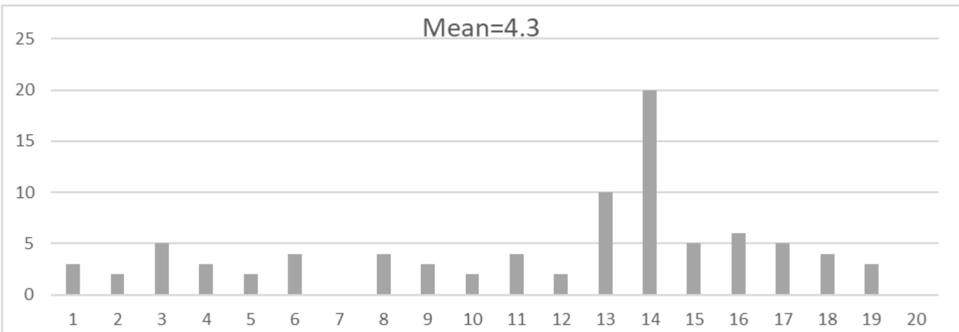

চিত্র-৮: অংশগ্রহণকৃত অনলাইন প্রদর্শনীর সংখ্যার বার চিত্র

উপরোক্ত চিত্রলেখ অনুযায়ী,

- শিল্পীদের মধ্যে ১৭ জন ১টি থেকে ৫টি অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন,
- বাকি ২ জন শিল্পী ৬টি থেকে ১০টি,
- বাকি ১ জন প্রায় ২০টি অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনলাইন প্রদর্শনীতে আগ্রহী শিল্পীগণ

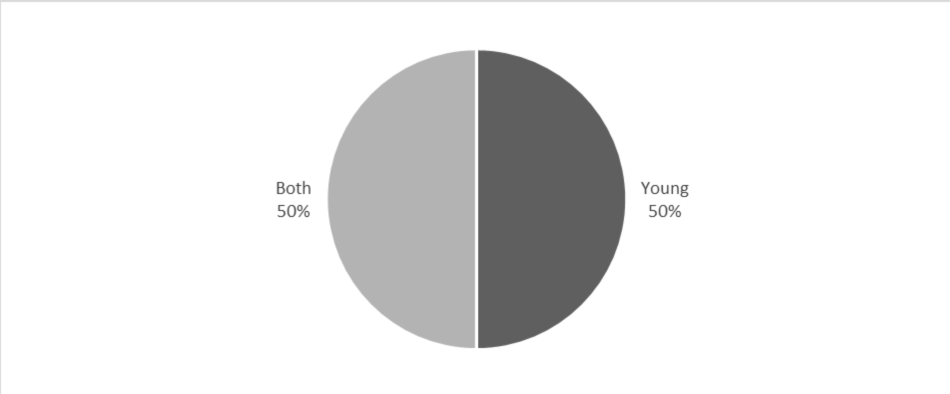

চিত্র-৯: অনলাইন প্রদর্শনীতে আগ্রহী শিল্পীগণের পাই চিত্র

উপরোক্ত তথ্য মতে, অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ৫০% মনে করেন যে অনলাইন প্রদর্শনীতে নবীনদের অংশগ্রহণ বেশি এবং ৫০% মনে করেন নবীন ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীগণ উভয়ের অংশগ্রহণ সমান। তবে এই চিত্রলেখ থেকে বাস্তব অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়।

অনলাইন প্রদর্শনীর গ্রহণযোগ্যতা

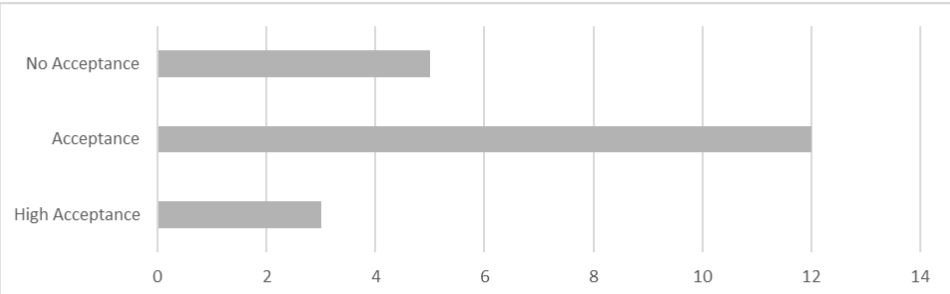

চিত্র-১০: অনলাইন প্রদর্শনীর গ্রহণযোগ্যতার বার চিত্র

উপরোক্ত চিত্রলেখ অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ১২ জনের মতে অনলাইন প্রদর্শনী ভালো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে,

- ৩ জনের মতে বেশ ভালোভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে,

- ৫ জনের মতে অনলাইন প্রদর্শনী তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

লকডাউনে শিল্পীদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পরিমাণ পূর্বের সাথে তুলনা

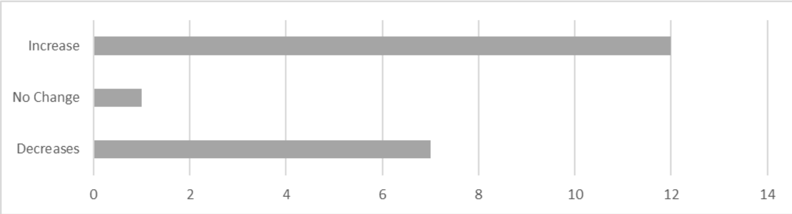

চিত্র-১১: লকডাউনে শিল্পীদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পরিমাণ পূর্বের সাথে তুলনার বার চিত্র

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারীদের ১২ জনের মতে লকডাউনে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে,
- ৭ জনের মতে পূর্বের তুলনায় কমেছে,
- আর ১ জনের মতে আগের মতই আছে।

অনলাইন আয়োজনের সঙ্গে পরিচয়

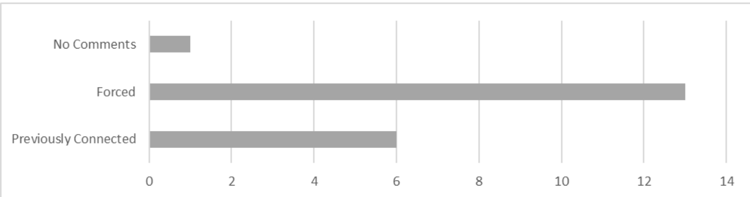

চিত্র-১২: শিল্পীদের অনলাইন আয়োজনের সঙ্গে পরিচয়ের বার চিত্র

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারীদের ১৩ জন লকডাউনেই অনলাইন আয়োজনের সাথে পরিচিত বা যুক্ত হন,
- ৬ জনের মতে পূর্বেই অনলাইন আয়োজনের সাথে পরিচিত বা যুক্ত,
- আর ১ জনের মতামত নেই।

শিল্পকর্মের বিক্রয়

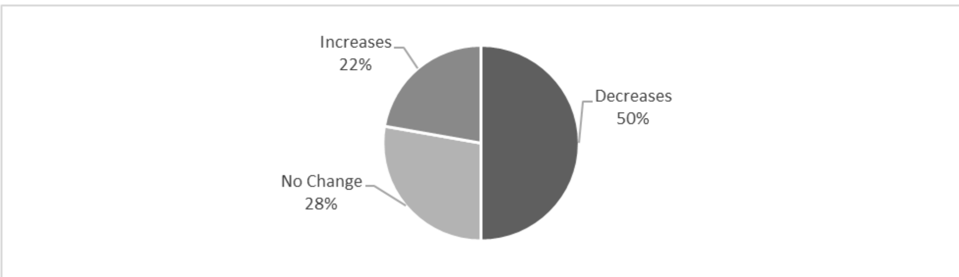

চিত্র-১৩: শিল্পকর্মের বিক্রয়ের পাই চিত্র

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারীদের ৫০% এর মতে লকডাউনে শিল্পকর্মের বিক্রয় কমেছে,
- ২৮% এর মতে শিল্পকর্মের বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে,
- আর ২২% এর মতে লকডাউনে শিল্পকর্মের বিক্রয় বেড়েছে।

অনলাইন প্রদর্শনীর সুবিধা-অসুবিধা

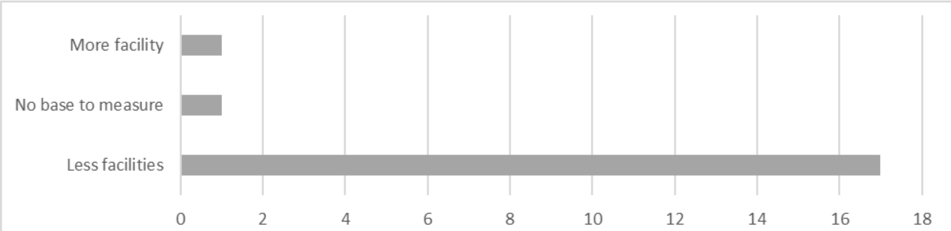

চিত্র-১৪: অনলাইন প্রদর্শনীর সুবিধা-অসুবিধার বার চিত্র

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী,

- অংশগ্রহণকারীদের ১৭ জনের মতে অনলাইনে প্রদর্শনীর সুবিধা অফলাইন প্রদর্শনী থেকে তুলনামূলক কম,
- ১ জনের মতে অনলাইনে প্রদর্শনীর সুবিধা তুলনামূলক বেশি,
- আর ১ জনের মতামত নেই।

গ্যালারি

প্রদর্শনীর সংখ্যা

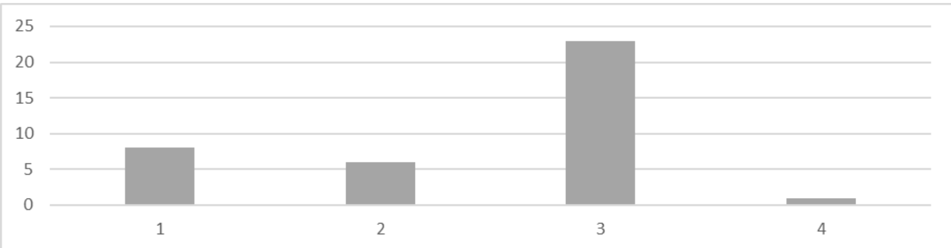

চিত্র-১৫: প্রদর্শনীর সংখ্যার বার চিত্র

উপরোক্ত তথ্য মতে,

- ৩টি গ্যালারির প্রদর্শনীর সংখ্যা ৫টি থেকে ১০টির মধ্যে,
- অপর ৩টির প্রদর্শনীর সংখ্যা ২০টি থেকে ২৫টির মধ্যে,
- ৪টি গ্যালারির প্রদর্শনীর সংখ্যা ১টি থেকে ৫টির মধ্যে।

গ্যালারি বন্ধ ছিল

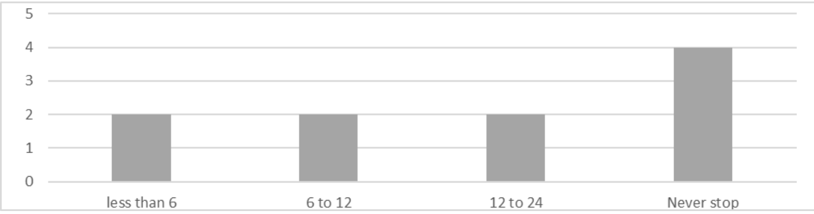

চিত্র-১৬: গ্যালারি বন্ধের বার চিত্র

উপরোক্ত তথ্য মতে,

- গ্যালারি সমূহের ২টি ৬ মাসের কম বন্ধ ছিল, ২টি গ্যালারি ৬ থেকে ১২ মাস বন্ধ ছিল,২টি গ্যালারি ১২ থেকে ২৪ মাস বন্ধ ছিল,

- ৪টি গ্যালারি কখনও বন্ধ ছিলনা।

লকডাউনে গ্যালারির অবস্থা

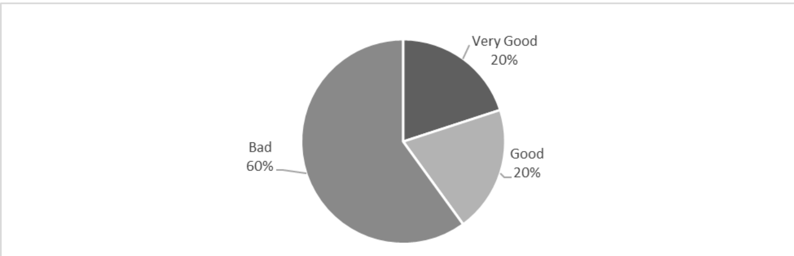

চিত্র-১৭: লকডাউনে গ্যালারির অবস্থার পাই চিত্র

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী,

- লকডাউনে ৬০% গ্যালারির অবস্থা ভালো ছিল না,

- ২০% এর অবস্থা ভালো ছিল,

- আর ২০% এর মতে লকডাউনে গ্যালারির অবস্থা খুব ভালো ছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি

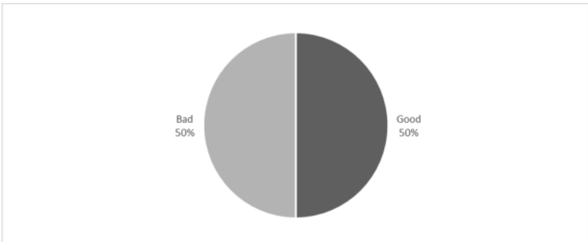

চিত্র-১৮: লকডাউনে গ্যালারির সার্বিক পরিস্থিতির পাই চিত্র

চিত্রলেখ মতে, গ্যালারিসমূহের সার্বিক অবস্থা অর্ধেকের ভালো ছিল আবার অর্ধেকের খারাপ ছিল। তবে এই চিত্রলেখ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়।

অনলাইন প্রদর্শনী অনলাইন

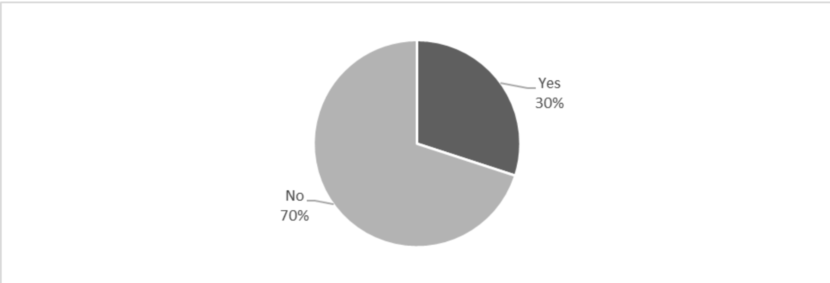

চিত্র-১৯: অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজনের পাই চিত্র

সংগৃহীত তথ্য মতে, গ্যালারিসমূহের ৭০% কোন অনলাইন এক্সিবিশনের সাথে যুক্ত ছিল না। বাকি ৩০% অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

৪. আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ

বিগত প্রায় দুই বছরের বেশি সময় জুড়ে পুরো বিশ্ব এক ভয়াবহতার মধ্যে দিয়ে গেছে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ একেক দেশে একেক রকম হওয়ায় সবাই একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সেই দিক থেকে বাংলাদেশে করোনার প্রকোপ অন্যদের তুলনায় কিছুটা কম হলেও এর সার্বিক ক্ষতি অপূরণীয়। এই সময়কালে আমরা দেশের তিনজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীকে হারিয়েছি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন দেশবরেণ্য শিল্পী মুর্তজা বশীর, যিনি ২০২০ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন (সরকার,২০২০)। এছাড়া একই বছরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ মোহসীন। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে জনশিক্ষা বিভাগের কিপার এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন (কালের কণ্ঠ,২০২০)। দেশের আরেকজন গুণী শিল্পী, যাকে সিলেট অঞ্চলের চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ বলা হয়, শিল্পী অরবিন্দ দাশগুপ্তকেও আমরা করোনাকালীন সময়ে হারিয়েছি (দেবু, ২০২১)।
এই গবেষণায় অংশ নেওয়া শিল্পীদের সাক্ষাৎকারে যেসব বিষয় পরিলক্ষিত হয়-

- শিল্পীরা তুলনামূলক কোভিডে কম আক্রান্ত হয়েছেন। তবে এমনও দেখা গেছে যে একজন শিল্পী একের অধিকবার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।
- এই লকডাউনে প্রায় বেশিরভাগ শিল্পীরই শিল্পচর্চা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। তারা এসময় সাহিত্য চর্চা করেছেন, সিনেমা দেখেছেন, গান শুনেছেন; অর্থাৎ শিল্পের অন্যান্য শাখার সাথে তাদের যোগাযোগ বেড়েছে।
- লকডাউনে তারাও ঘরে বন্দী সময় পার করেছেন তবে এই বন্দীদশায় কেউ কম সময় ছিলেন আবার কেউ বেশি সময় ছিলেন। তবে বলা যায় গড়ে ৮.৩ মাস তারা ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।
- এই বন্দীদশায় বেশিরভাগ শিল্পীর ছবি আঁকার সংখ্যা বেড়েছে। তারা প্রচুর সময় পেয়েছেন ছবি আঁকার জন্য।

- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বড় অংশ ভার্চুয়াল প্রদর্শনীগুলোয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগকে ভালো এবং আশাব্যঞ্জক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সংখ্যায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীদের অনলাইন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের হার গড়ে ৪.৩টি।
- অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বেশিরভাগ করোনার জন্য বাধ্য হয়ে অনলাইন এক্সিবিশনগুলোয় অংশ নিয়েছেন। খুব কম শিল্পী আগে থেকেই অনলাইন কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন।
- এসকল ভার্চুয়াল এক্সিবিশনগুলো শিল্পীদের মতে ভালো সাড়া ফেলেছে শিল্পী ও দর্শকমহলে। তাদের অর্ধেকের মতে, নবীন ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী উভয়ের অংশগ্রহণ ভার্চুয়াল এক্সিবিশনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। তবে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর অর্ধেক মনে করেন, এতে নবীনদেরই অংশগ্রহণ বেশি ছিল।
- করোনাকালীন সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ২০১৮ কিংবা ২০১৯ এর তুলনায় ২০২০ এবং ২০২১ সালে তারা যাবতীয় কার্যক্রমে বেশ পিছিয়ে গেছেন বলে মনে করেন। এছাড়া অনলাইন এক্সিবিশনকে তারা আশাব্যঞ্জক একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করলেও তার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।
- এই গবেষণায় অংশ নেওয়া শিল্পীদের অধিকাংশ মনে করেন করোনায় তাদের শিল্পকর্মের বিক্রয় পূর্বের তুলনায় কমে গেছে।
- আগামীতে যদি এমন কোনো পরিস্থিতি আবার তৈরি হয় তবে ভার্চুয়াল কার্যক্রমকেই একমাত্র ভরসা মনে করেন অধিকাংশ শিল্পী। তবে তারা এও জানিয়েছেন যে অনলাইন কর্মকাণ্ডকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নতুবা অন্য কোনো উপায় বেছে নিতে হবে। আবার অনেকে
  মনে করেন যে অনলাইন নয় বরং সময়োপযোগী ব্যবস্থাই হতে পারে আগামীর সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায়।
- এদিকে গ্যালারিগুলোর বেশিরভাগ করোনায় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এবং লকডাউনে তাদের আয়োজন ছিল খুব কম।
- খুব কম গ্যালারি ভার্চুয়াল আয়োজন করতে পেরেছিল; তবে যারা করেছে তারা বিপুল সংখ্যায় করেছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী গ্যালারির ৭০% অনলাইন এক্সিবিশনের আয়োজন করতে পারেনি কিংবা করতে চায়নি।

৪.১ অনলাইন প্রদর্শনীর সুবিধা

এই গবেষণার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে লকডাউনে গ্যালারিসমূহের বিভিন্ন ভার্চুয়াল কার্যক্রমের বর্ণনা। করোনাকালীন সময়ে এইসকল ভার্চুয়াল আয়োজন ছিল সকলের কাছে একটি স্বস্তির বিষয়। অংশগ্রহণকারী সকলেই অনলাইন বা ভার্চুয়াল এক্সিবিশন নিয়ে মতামত প্রদান করেছেন এবং এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের সাক্ষাৎকার থেকে অনলাইন এক্সিবিশনগুলোর যেসব সুবিধাজনক দিক উঠে এসেছে তা হলো-

- লকডাউনে যখন মানুষ ঘরের বাইরে যেতে পারছিল না, তখন ঘরে বসে খুব সহজেই এইসব অনলাইন প্রদর্শনী, আর্ট টক, ভার্চুয়াল সেমিনার ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারতো।
- অনলাইন আয়োজন পৃথিবীর সকল শিল্পীকে এক প্ল্যাটফর্মে এনে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। যে কেউ চাইলে ঘরে বসেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের এক্সিবিশনগুলোতে খুব সহজে অংশ নিতে পারতেন।

- অনলাইন এক্সিবিশনগুলো আয়োজন করা তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল। তাই লকডাউনে গ্যালারি বা আর্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনলাইন সেমিনার কিংবা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।
- লকডাউনে পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু গ্যালারি, জাদুঘর এবং লাইব্রেরিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল কোনপ্রকার আর্থিক লেনদেন ছাড়াই। ফলে ঘরে বসেই এসব জাদুঘর, গ্যালারি বা লাইব্রেরি ঘুরে আসা যেত অনলাইনে।

৪.২ অনলাইন প্রদর্শনীর অসুবিধা

অংশ নেওয়া শিল্পীদের মতে, ভার্চুয়াল এক্সিবিশনের যেমন সুবিধা আছে, ঠিক তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। শিল্পীদের বেশিরভাগ মনে করেন অনলাইন এক্সিবিশনের সুবিধা অফলাইন থেকে কম। তাদের এই মতামতের কারণ হলো -

- একটি ভার্চুয়াল এক্সিবিশনের জন্য যেসকল প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন ছিল তার যথেষ্ট ব্যবহার হয়নি আমাদের দেশের অনলাইন প্রদর্শনীগুলোয়। তবে এটি শুধুমাত্র অনলাইন প্রদর্শনীগুলোর জন্য প্রযোজ্য, কেননা অনলাইন আর্ট টক বা ভার্চুয়াল সেমিনার সে সময় ভালো সাড়া ফেলেছে।
- আবার অনলাইন এক্সিবিশনে যে সকল চিত্রকর্মের ছবি দেখানো হয়, তা দেখতে আসল চিত্রকর্ম থেকে অনেকসময় আলাদা মনে হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় ছবির কম রেজুলেশন, ডিভাইসে উজ্জ্বলতার তারতম্য, ইন্টারনেট সংযোগে ঘাটতি ইত্যাদি।
- একটি চিত্রকর্মের বিশালত্ব কিংবা এর রূপ-রস-সৌন্দর্য কোনভাবেই অনলাইন প্রদর্শনীতে বোঝা সম্ভব নয়। একটি বিশাল কিংবা একটি ক্ষুদ্র শিল্পকর্মকে সরাসরি দেখলে মানুষের মনে যে ধরনের রস অনুভূত হয় অনলাইনে প্রদর্শনী থেকে তা কোনভাবেই অনুভব করা যায় না। এছাড়া একটি সারফেসে রঙের বিন্যাস, বিভিন্ন টেক্সচার, ব্রাশিং টেকনিক ইত্যাদি ভার্চুয়াল এক্সিবিশন থেকে বোঝা সম্ভব নয়।
- আমাদের সমগ্র দেশকে এখনো পুরোপুরিভাবে ইন্টারনেটের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আর ইন্টারনেট ভিত্তিক এইসব কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থানরত শিল্পী বা দর্শকের কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই লকডাউনে যারা বিভাগীয় কিংবা জেলা শহরগুলোর বাইরে অবস্থান করেছেন তারা অনলাইন আয়োজনে অংশ নিতে পারেননি।
- এছাড়া একটি গ্যালারি শুধুমাত্র একটি ছবি প্রদর্শনীর স্থান নয়, এটি বিনোদন কেন্দ্রও বটে। একটি গ্যালারিতে চিত্রকর্ম দেখার পাশাপাশি শিল্পীর সাথে কথা বলা যায়, নিজের অভিব্যক্তি শিল্পীর কাছে প্রকাশ করা যায়। একজন ক্রেতা চিত্রকর্ম সামনে থেকে দেখে বিচার করে শিল্পীর সাথে কথা বলে তা কিনতে পারেন। এতে দর্শক এবং গ্যালারি উভয়েই উপকৃত হয়।

ভার্চুয়াল আয়োজন চিত্রশিল্পকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। একে প্রযুক্তিগত দিক থেকে যদি আরো বিকশিত করা যায়, তবে শিল্পচর্চায় ভার্চুয়াল প্রদর্শনী জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমে রূপান্তর হবে।

এই গবেষণা প্রবন্ধটিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী এবং গ্যালারিগুলো ছাড়াও আরো অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যে সকল শিল্পী এবং গ্যালারির কর্ণধার গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, শুধুমাত্র তাদের তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সময় কেউ আগ্রহ প্রকাশ না করলে পরবর্তীতে সেসকল তথ্যউপাত্ত গবেষণায় স্থান পায়নি। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই গবেষণাকে পূর্ণতা দান করেছে।

৫. উপসংহার

কোভিড-১৯ মহামারী পুরোবিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। এর ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। সমাজের সবাই ব্যাক্তিপর্যায় থেকে এই লোকসান নিয়ে ভাবছেন, এর প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, কিভাবে তা কাটিয়ে ওঠা যায় তা নিয়ে গবেষণা করছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে করোনার প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় এই গবেষণাটি পরিচালিত।

এই জরিপে লক্ষ্য করা যায় যে, কোভিড-১৯ মহামারী শিল্পীদের শিল্পচর্চা কিংবা ছবি আঁকায় তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং এই দীর্ঘ সময়ে শিল্পের সাথে তাদের যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে করোনার বিরূপ প্রভাব দেখা যায় শিল্পের বাণিজ্যিক শাখাগুলোতে; বিশেষ করে অধিকাংশ গ্যালারিগুলো বন্ধ থাকায় শিল্পকর্মের ক্রয়-বিক্রয় তুলনামূলক অনেক কমে গেছে। প্রযুক্তিগত জটিলতা, ইন্টারনেট ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা, শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ রস উপভোগের অভাব প্রভৃতি এর অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়। কিছু গ্যালারি ভার্চুয়াল কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেটি কতটুকু আশাব্যঞ্জক ছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও অনলাইন কার্যক্রমে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

এই গবেষণায় যেহেতু করোনাকালীন সময়ে চিত্রশিল্পের বাস্তবিক রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই পুস্তকনির্ভর সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি তথ্যকে কম গুরুত্ব দিয়ে মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত বাস্তবঘনিষ্ঠ প্রাথমিক তথ্য আহরণকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একজন শিল্পী কিংবা গ্যালারি পরিচালকের সাথে সরাসরি কথা না বললে তাদের ভেতরের কথা কখনোই প্রকাশ পেতো না। তাই যতদূর সম্ভব তাদের সাথে কথা বলে, সাক্ষাৎকার নিয়ে এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

শিল্পী কিংবা গ্যালারির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে সর্বদা একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। কিছু প্রশ্নের উত্তর ছিল তাদের একান্ত ব্যক্তি অভিজ্ঞতা নির্ভর আবার কিছু প্রশ্নে তাদের নিকট মতামত বা পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। গবেষণা চলাকালীন কোনো ব্যক্তিকে অপ্রস্তুতকর কোনো পরিস্থিতিতে ফেলানো হয়নি কিংবা জোরপূর্বক তথ্য আদায় করা হয়নি।

সকল সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যাচাইবাছাই করে এই গবেষণা প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সকলের কাছে তুলে ধরতে পারবে।

তথ্যসূত্র

- সশরীরে সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- ফোনালাপের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- গুগলফর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

Data Availability:
https://drive.google.com/file/d/1Pf9qbNIM2tRphosyTHAGK_QSN_LYECB2/view?usp=sharing

ওয়েবসাইট সমূহ

- WHO, COVID-19, https://covid19.who.int
  অনুভ্রমণঃ ২৬/০৫/ ২০২২, সকাল ৮টা ৫৮মিনিট।
- WHO, COVID-19, BANGLADESH
  https://covid19.who.int/region/searo/country/bd
  অনুভ্রমণঃ ২৬/০৫/২০২২, সকাল ৯টা ০৩মিনিট।

- সরকার, সুকুমার, ২০২০, করোনায় মৃত বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর, শোকপ্রকাশ হাসিনার,সংবাদ প্রতিদিন(অনলাইন),https://www.google.com/amp/s/m.sangbadpratidin.in/article/renowned-bangaldeshi-artist-murtaza-bashir-dies-of-corona-infection/446843
অনুভ্রমণ: ২৩/০৫/২০২২, সকাল ১০টা ৩৯মিনিট।
- দেবু, দেবাশীষ, ২০২১, করোনায় চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দাসগুপ্তের প্রয়াণ, নিউজ বাংলা ২৪(অনলাইন), https://www.google.com/amp/s/www.newsbangla24.com/amp/news/
অনুভ্রমণ: ২৩/০৫/২০২২, সকাল ১০টা ৪৪মিনিট।
- নিজস্ব প্রতিবেদক, ২০২০, করোনায় প্রাণ হারালেন চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ মোহসীন, কালের কণ্ঠ(অনলাইন),
https://www.google.com/amp/s/www.kalerkantho.com/amp/online/national/2020/07/24/938762
অনুভ্রমণ: ২৩/০৫/২০২২, সকাল ১০টা ৪৯মিনিট।

[**Abstract:** The impact of Covid-19 has penetrated deeply into the individual and social life of Bangladesh. The direct impact is to lose so many ingenious people due to Covid-19, but the indirect impact isn't less enough. One didn’t face this kind of pandemic so many times in life, so one has had no idea how to deal with it; the damages are uncountable and there is no obvious plan to overcome. If Covid-19 pandemic or other long-term disaster happens again in future, it’s our responsibility to fight against that and reduce the damages by research and data compilation. Visual art especially the painting is always influenced by its surroundings. That’s why, in every time and period, painting can be seen as the reflection of time and the evidence of history. In this pandemic, it’s mandatory to find out the situation of the artists, how this pandemic has affected their works; how the art-market has faced difficulties; is there any changes in exhibitions and what kind of preparation Bangladesh will take to face the pandemic, if Covid-19 or other obstacle occurs again. Researcher thinks that we can have a clear picture of it by having conversation with contemporary artists, viewing the contemporary artworks and studying the collective information of exhibitions.]